মাসাই (Masai)

মাসাইরা কৃষি সম্প্রদায়। এরা ভূমধ্যসাগরীয় ও নিগ্রো জন-জাতির সংমিশ্রণ। এরা পূর্ব-আফ্রিকার গোপালক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। এদের বাসস্থান হল পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়ার মালভূমি, উত্তর টাঙ্গানাইকা এবং পূর্ব উগান্ডা, গায়ের রঙ কালো হলেও এদেরকে দক্ষিণ পূর্বে বসবাসকারী নিগ্রোদের চেয়ে সহজেই আলাদা করা যায়। এরা লম্বা। এদের হাত, পা, নাক সরু। নিগ্রোদের চেয়ে এদের ঠোঁট পাতলা। এদের গায়ে কম লোম আছে ও চুল লম্বা। 1990 দশকের শেষ দিকে এদের সংখ্যা ছিল তিনলক্ষের কাছাকাছি।

ভৌগোলিক অবস্থান: মাসাইদের এলাকা 1° উত্তর অক্ষাংশ থেকে 6° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চতার জন্য মাসাই অঞ্চলের জলবায়ু নিম্ন উপত্যকার চেয়ে অনেক ঠান্ডা এবং শুষ্ক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও এই এলাকাটি নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, তবুও এখানকার উষ্ণতা 140°C এর কাছাকাছি থাকে দিনের বেলায় গরম এবং রাত্রিবেলায় ঠান্ডা। গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বৃষ্টিপাত 100 সে.মি.র বেশি হয় না। বৃষ্টিপাত কোলেপ্-কোপ প্রকৃতির এবং বছরে বেশিরভাগ বৃষ্টি এপ্রিল-মে মাসে সংঘটিত হয়।

পশু: গবাদি ও পশু হল মাসাইদের অর্থনীতির ভিত্তি। মাসাইরা অনেক ভেড়া রাখে, এবং অল্প সংখ্যক ছাগল ও গাধাও রাখে। গরু হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাণী। অন্যান্য ভেড়ার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক

Scanned by CamScanner

টুপি পরে। লোহা ও মোষের চামড়ার বাজু ও গলাবন্ধ। এছাড়া বোতামের সাথে কড়ি গেঁথে লাগানো কোমরবন্ধ। মাসাইদের অন্যান্য পোশাক।

<u>বাসস্থান:</u> মাসাইদের কুঁড়েঘর 4/5 মিটার লম্বা ও 4 মিটার চওড়া। দেওয়াল ও ছাদ ঘাস ছাওয়া। এর উপর কাদা ও গোবর দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। 20-50-টি কুঁড়েঘর নিয়ে মাসাইদের ক্রাল তৈরি হয়। ক্রাল হল গোলাকার প্রাচীর। ক্রালের বাইরে মোটা কাঁটার বেড়া থাকে। গবাদি পশুদের প্রবেশের জন্য চারদিকে প্রবেশপথ থাকে। এ ধরনের গোলাকার ক্রাল প্রতিরক্ষার পক্ষে ভালো।

<u>সামাজিক প্রতিষ্ঠান:</u> মাসাই সমাজে ব্যক্তির চেয়ে সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

~~বাচ্চা~~ বাচ্চা মেয়ের সাথে বালকদের সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত বালক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মেয়েটি তাকে বিয়ে করবে না। বিয়ের সময় ছেলের বাবাকে গরু, ভেড়া উপহার দেওয়া হয়।

মাসাইদের মধ্যে দলপতি থাকে। তিনি আবার পুরোহিত; তাকে বলা হয় Loibon। তিনি যুদ্ধের সময় ও বিবাদের ~~জন্য~~ সময় রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস।

Scanned by CamScanner

পশুচারণ: মাসাইদের সংস্কৃতির ভিত্তি হল পশুচারণ। পশুর মাংস বিক্রি বা খাবার জন্য নয়। ধর্মীয় আচার পালন ও যাদু বিদ্যার প্রক্রিয়াতে পশু কাজে লাগে। মাসাই-দের মধ্যে কাউকে গৃহপালিত প্রাণী হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি প্রাণী হত্যা করতেই হয় তবে প্রতি-বেশীদের (Wanderobo) এর দ্বারা তা করা হয়। কিন্তু গরু হত্যা কোনভাবেই করা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে বা দুর্ঘ-টনায় কোনো গরু মারা গেলে তবেই গরুর মাংস খাওয়া চলে।

গরু মাসাইদের পরিবারের প্রধান সম্পত্তি। গরু মিশ্র প্রকৃতির। যে কোন মাসাই এখানে পূর্ব অধিকারবলে যে কোন প্রজাতির গরু পাওয়া যায়। কুঁজওয়ালা গরু প্রতিদিন আড়াই কেজি দুধ দেয়।

পশুচারণের পরেই মাসাইদের প্রধান বৃত্তি হল যুদ্ধ। বলতে গেলে ১৮ থেকে ২০ বছরের সব যুবকদের যোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতি-বেশীদের কাছ থেকে গবাদি পশুদের রক্ষা করা।

অস্ত্রশস্ত্র: মাসাইদের প্রধান অস্ত্র লোহার তীর। এর সঙ্গে রয়েছে ছুঁচালো তীর, পাতার আকৃতি বিশিষ্ট তলোয়ার এবং বন্দুক। লোহার ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে মাসাইদের মধ্যে কামার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

পোশাক: মাসাইদের পোশাক সাদাসিধে ও তা চামড়ার তৈরি। কিন্তু যুবতী রমনী ও যোদ্ধারা উৎসবের সময় বড় বড় অলঙ্কার পরে। মহিলারা চামড়ার তৈরি পোশাক পরে। যোদ্ধাদের পোশাক হল বাছুরের চামড়ার পোশাক। এরা মোষের চামড়ার জুতো পরে। মহিলারা ছাগলের চামড়ার পোশাক পরে।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা মাথায় পালকের টুপি পরে। অন্য সময় তারা সিংহ, বেবুন এবং অন্যান্য বুনো জন্তুর চামড়ার তৈরি

Scanned by CamScanner